বাংলাদেশ গণিত সমিতি

BANGLADESH MATHEMATICAL SOCIETY

সংবিধান

অনুচ্ছেদ ১

নাম, ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্য, মর্যাদা, সমিতির কার্যবর্ষ

১. নাম

এই সমিতি বাংলাদেশ গণিত সমিতি নামে অভিহিত হইবে।

২. ব্যাখ্যা

কোন কিছু উল্লিখিত না থাকিলে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ হইবে:

(১) সমিতি বাংলাদেশ গণিত সমিতি।
(২) সদস্য সাধারণ সদস্য, আজীবন সদস্য।
(৩) পরিষদ সাধারণ পরিষদ।
(৪) সংসদ কার্যকরী সংসদ।
(৫) বৎসর সমিতির কার্যবর্ষ।

৩. উদ্দেশ্য

(১) বাংলাদেশে গণিতশাস্ত্রের সর্বাত্মক উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হওয়া।

(২) গণিতশাস্ত্রে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবেশের উন্নতিকল্পে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া।

(৩) গণিতশাস্ত্রের প্রকাশনা, প্রচারণা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা।

(৪) গণিত শিক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপযুক্ত সুপারিশ পেশ করা।

(৫) বাংলাদেশের বাহিরে অনুরূপ সমিতি বা সংস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা ও ভাবের আদান প্রদান করা।

(৬) সমষ্টিগতভাবে গণিতবিদদের মধ্যে একতা, সহযোগিতা, সৌহার্দ ও প্রীতির ভাব স্থাপন করা।

(৭) গণিতশাস্ত্র শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষার পর্যায়ক্রমিক প্রচলনে সচেষ্ট হওয়া।

(৮) গণিতকে জনপ্রিয় করার জন্য বাংলা ভাষায় পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ এবং সম্ভাব্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

(৯) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীগণ যাহাতে গণিতের প্রতি আকৃষ্ট হয় এ জন্য পুরস্কার, বৃত্তি অথবা অনুরূপ প্রেরণামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(১০) বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সেবায় গণিত ও গণিত গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করা।

৪. মর্যাদা

(১) এই সমিতি একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও গবেষণামূলক সংস্থা হিসেবে গণ্য হইবে।

(২) সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে। প্রয়োজনবোধে কার্যকরী সংসদের অনুমোদনক্রমে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্থানে সমিতির আঞ্চলিক শাখা স্থাপন করা যাইবে।

(৩) কোন কারণে সমিতির বিলুপ্তি ঘটিলে সমিতির যাবতীয় ঋণ পরিশোধ ও দায় মুক্তির পর বাকী সম্পত্তি সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা চলিবে না, তবে ইহা এই সমিতির উদ্দেশ্যের অনুরূপ উদ্দেশ্য বিশিষ্ট কোন সংস্থাকে প্রদান করা যাইতে পারে। এইরূপ কোন সংস্থা না থাকিলে যে-কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা চলিবে। পরিষদের সাধারণ সভাই উক্ত সম্পত্তি কোথায়, কাহাকে এবং কখন হস্তান্তর করিবে, এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৫. সমিতির কার্যবর্ষ

১লা জানুয়ারি হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় সমিতির কার্যবর্ষ হিসেবে গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ ২

সদস্য : যোগ্যতা, পৃষ্ঠপোষক, চাঁদার হার, অধিকার ও দায়িত্ব

১. সদস্যদের শ্রেণী বিভাগ নিম্নরূপ হইবে :

(১) সাধারণ সদস্য
(২) আজীবন সদস্য
(৩) সাম্মানিক সদস্য
(৪) প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য

২. **যোগ্যতা**

(১) **সাধারণ সদস্য**

অন্যূন একুশ (২১) বৎসর বয়স্ক হইলে এবং কমপক্ষে গণিত শাস্ত্রসহ গ্রাজুয়েট অথবা সমতুল্য ডিগ্রী থাকিলে সমিতির *সাধারণ সদস্য* হইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। আবেদনপত্রে সমিতির দুইজন সদস্যের সমর্থন থাকিতে হইবে। আবেদনপত্র অনুমোদনের জন্য সংসদের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং সংসদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) **আজীবন সদস্য**

ক. এককালীন চাঁদা ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা এবং নিবন্ধন ফি ২০০/- (দুইশত) টাকা মোট ২,২০০/- (দুই হাজার দুইশত) টাকা দিলে সংসদ সাধারণ সদস্য হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকে *আজীবন সদস্য* করিয়া লইতে পারিবেন।

খ. যদি কোন ব্যক্তি একাদিক্রমে ২০ (বিশ) বৎসর যাবৎ সমিতির সদস্য হিসেবে বহাল থাকেন এবং সমিতির উন্নতি বিধানে তাঁহার অবদান থাকে তবে সংসদের অনুমোদনক্রমে তাঁহাকে আজীবন সদস্য করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

(৩) **সাম্মানিক সদস্য**

কার্যকরী সংসদের প্রস্তাব অনুসারে এবং সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গণিতশাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য মৌলিক অবদান রহিয়াছে এমন দেশি/বিদেশি ব্যক্তিকে *সাম্মানিক সদস্য* করিয়া লওয়া যাইবে। তবে, একই কার্যবর্ষে দুই জনের অধিক ব্যক্তির নাম সাম্মানিক সদস্য হিসাবে প্রস্তাব করা যাইবে না।

(৪) **প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য**

শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান, ফার্ম, করপোরেশন, বিভিন্ন সমিতি ইত্যাদি গণিতশাস্ত্র বিকাশে উৎসাহী হইলে কমপক্ষে একাকালীন ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা চাঁদা দিয়া *প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য* হইতে পারিবেন। এই সব সদস্য প্রতিষ্ঠান হইতে কতজন ব্যক্তি সমিতিতে প্রতিনিধিত্ব করিবেন সংসদ তাহা নির্ধারণ করিয়া দিবে। সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন, তবে যাঁহারা প্রতিনিধিত্ব করিবেন অবশ্যই তাঁহাদের সাধারণ সদস্য হইবার যোগ্যতা থাকিতে হইবে।

৩. **পৃষ্ঠপোষক**

(১) গণিতশাস্ত্রের উন্নতি ও বিকাশে আগ্রহী অন্যূন ২১ (একুশ) বৎসর বয়স্ক যে-কোন ব্যক্তি এককালীন কমপক্ষে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এই সমিতিকে দান করিলে পাঁচ বৎসরের জন্য পৃষ্ঠপোষক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) গণিতশাস্ত্রের উন্নতি ও বিকাশে আগ্রহী অন্যূন ২১ (একুশ) বৎসর বয়স্ক যে-কোন ব্যক্তি এককালীন কমপক্ষে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং এইরূপ যে-কোন প্রতিষ্ঠান এককালীন ন্যূনতম ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা প্রদান করিয়া আজীবন প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষক হইতে পারিবেন।

৪. **সাধারণ সদস্যের চাঁদার হার**

সংসদ কর্তৃক সাধারণ সদস্য পদের জন্য অনুমোদিত যে-কোন ব্যক্তি এককালীন ২০০/- (দুইশত) টাকা নিবন্ধন ফি দিয়া সাধারণ সদস্য হইতে পারিবেন। সাধারণ সদস্যের চাঁদার হার ২০০/- (দুইশত) টাকা। সাধারণতঃ বৎসরের প্রথম মাসেই বার্ষিক চাঁদা দেয়।

৫. **অধিকার ও দায়িত্ব**

(১) সকল প্রকার সদস্য সংবিধান ও সমিতি কর্তৃক প্রবর্তিত আইন কানুন মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) **সমিতির সাধারণ সদস্যগণ নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি ভোগ করিতে পারিবেন :**

ক. সমিতি কর্তৃক আয়োজিত যে-কোন সম্মেলন, আলোচনা সভা, সেমিনার প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ।

খ. সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে গণিত বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ

সভায় পাঠ করা।

গ. সমিতির লাইব্রেরী ব্যবহার করা।

ঘ. সকল সাধারণ সভায় যোগদান ও ভোট প্রদান।

ঙ. সমিতির কার্যকরী সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য নাম প্রস্তাব, সমর্থনদান ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ।

(৩) কার্যবর্ষের ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ না করিলে পরবর্তী অধিবেশনে উক্ত সদস্যের ভোটাধিকার থাকিবে না এবং তিনি নির্বাচনে কোন প্রকার অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন সদস্য উপর্যুপরি ২ (দুই) বৎসরের চাঁদা পরিশোধ না করিলে সমিতির কার্যকরী সংসদের সিদ্ধান্তক্রমে তাঁহার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) সাধারণ সদস্যের ন্যায় আজীবন সদস্যের সমান অধিকার থাকিবে।

(৬) প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধিরা সকল সাধারণ সভায় যোগদান ও ভোট প্রদান করিতে পারিবেন। সমিতি কর্তৃক আয়োজিত যে-কোন সম্মেলন, আলোচনা সভা, সেমিনার প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

(৭) কার্যকরী সংসদের আমন্ত্রণক্রমে বিভিন্ন প্রদর্শনী, আলোচনা সভা ও অন্যান্য কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করিবেন। সমিতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে তাঁহারা কার্যকরী সংসদকে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৮) কোন সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত থাকাকালীন সময়ে তিনি সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবেন।

অনুচ্ছেদ ৩

সাধারণ পরিষদ

১. সমিতির সকল সাধারণ, আজীবন, সাম্মানিক সদস্য ও সদস্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা সাধারণ পরিষদের সদস্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

২. সাধারণ পরিষদ সমিতির সর্বময় কর্তৃপক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে।

৩. **সাধারণ পরিষদ বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নোক্ত বিষয় পর্যালোচনা করিবেনঃ**

(১) কার্যকরী সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত সম্পাদকের রিপোর্ট ও অডিটকৃত কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট বিবেচনা;

(২) কার্যকরী সংসদ কর্তৃক উপস্থাপিত যে-কোন বিষয় বিবেচনা;

(৩) সমিতির উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ।

৪. পরিষদের সভা

(১) বৎসরে কমপক্ষে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

(২) সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আহ্বান করিতে হইবে।

(৩) সমিতির সম্পাদক সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন। তবে আহুত সভা ব্যতীত অন্য যে-কোন সাধারণ সভা আহ্বানের পূর্বে সংসদের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) সাধারণ সভা কমপক্ষে দুই সপ্তাহের বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান করিতে হইবে। জরুরী সভা তিন দিনের বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান করা যাইতে পারে।

(৫) কোন সাধারণ সভা মুলতবী রাখার প্রয়োজন হইলে পুনরায় সভা কখন এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হইবে, উক্ত সভায় সভাপতি তাহা ঘোষণা করিবেন। এইরূপ সভায় কেবলমাত্র মূল সভার আলোচ্য বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত লওয়া চলিবে।

(৬) যে-কোন সাধারণ সভায় বিশ জন ও বার্ষিক সাধারণ সভায় পঁচিশ জন সদস্যের উপস্থিতি উক্ত সভার কোরাম বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৭) কোরামের অভাবে কোন সভা স্থগিত রাখিলে পরবর্তী সপ্তাহে এই সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এইরূপ সভা কোথায় ও কখন অনুষ্ঠিত হইবে সভাপতি তাহা ঘোষণা করিবেন। কেবলমাত্র উপস্থিত সদস্যবৃন্দই তখন এই সভার কোরাম হিসেবে বিবেচিত হইবেন।

(৮) যে-কোন বিষয় আলোচনার জন্য সমিতির বিশ জন সদস্য লিখিত আবেদন করিলে সম্পাদক সভাপতির সহিত আলোচনা করিয়া সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন। এইরূপ আবেদনপত্র পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে সভা ডাকার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া না হইলে আবেদনকারীরা নিজেরাই দুই সপ্তাহের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয় আলোচনার জন্য সাধারণ সভা

আহ্বান করিতে পারিবেন। কোরাম না হইলে এইরূপ সভা বাতিল হইয়া যাইবে।

অনুচ্ছেদ ৪

কার্যকরী সংসদ

১. নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া কার্যকরী সংসদ গঠিত হইবে :

সংসদ কর্মকর্তা

সভাপতি ১ (এক) জন	সহ-সভাপতি ৩ (তিন) জন
সম্পাদক ১ (এক) জন	কোষাধ্যক্ষ ১ (এক) জন
যুগ্ম-সম্পাদক ১ (এক) জন	সহকারী সম্পাদক ১ (এক) জন

সংসদ সদস্য ১১ (এগার) জন

২. সংসদের দায়িত্ব

(১) সমিতির ব্যবস্থাপনা সংসদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) সাধারণতঃ দুই কার্যবর্ষ সংসদের মেয়াদ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সংবিধানে সন্নিবেশিত নিয়ম কানুন অনুযায়ী সংসদ সমিতির উদ্দেশ্য সাধনে বাধ্য থাকিবে।

(৪) সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী কার্যকরী করার জন্য বাস্তব পন্থা অবলম্বন করিবে।

(৫) সমিতির সর্বপ্রকার কার্যের জন্য সংসদ সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে।

(৬) সমিতির তহবিল পরিচালনা ও সংরক্ষণের ভার সংসদের উপর থাকিবে এবং সমিতির আয়-ব্যয়সহ বার্ষিক কার্যাবলীর বিবরণ বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করিতে হইবে।

(৭) হিসাব নিকাশ পরীক্ষার জন্য একজন অডিটর মনোনয়ন করিয়া সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

(৮) নির্বাচনী বৎসরের বার্ষিক সাধারণ সভার দুই মাস পূর্বে একজন নির্বাচনী কমিশনার নিযুক্ত করিবে।

(৯) সংসদ বিশেষ উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করিতে পারিবেন। এইরূপ কমিটি গঠনে সাধারণ সদস্যদের মধ্য হইতেও সদস্য লইতে পারিবেন।

(১০) বিদায়ী সংসদ স্বীয় মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার এক মাসের মধ্যে নব-নির্বাচিত সংসদকে কার্যভার বুঝাইয়া দিবেন।

৩. সংসদের সভা

(১) কার্যকরী সংসদ সাধারণত প্রতি দুই মাসে সভায় মিলিত হইবেন। প্রতি কার্যবর্ষে কার্যকরী সংসদের অন্যূন চারটি সভা হইতে হইবে।

(২) সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে সম্পাদক কমপক্ষে সাত দিনের বিজ্ঞপ্তিতে সংসদ সভা আহ্বান করিবেন। তবে জরুরী সভা এক দিনের বিজ্ঞপ্তিতেও আহ্বান করা যাইতে পারে।

(৩) কার্যকরী সংসদের সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি কোরাম বলিয়া বিবেচিত হইবে। কেরাম না হইলে সভা বাতিল হইয়া যাইবে।

(৪) সংসদ সভায় উপস্থিত সংসদ কর্মকর্তা ও সংসদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) যে-কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য সংসদের পাঁচ জন সদস্যের লিখিত আবেদনক্রমে সম্পাদক সংসদের সভা আহ্বান করিতে বাধ্য থাকিবেন। আবেদনপত্র পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে এইরূপ সভা ডাকার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া না হইলে আবেদনকারীরা নিজেরাই এক সপ্তাহের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয় আলোচনার জন্য সংসদ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। কোরাম না হইলে এইরূপ সভা বাতিল হইয়া যাইবে।

৪. সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) সভাপতি ও সহ-সভাপতিগণ

ক. সভাপতি সমিতির প্রধান বলিয়া গণ্য হইবেন।

খ. সভাপতি সংসদের সভাসহ সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত বয়োজেষ্ঠ্য সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতি ও সহ-সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে সংসদ কর্তৃক মনোনীত কোন সংসদ সদস্য সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

গ. সভায় যে-কোন বৈধতার প্রশ্ন অথবা যে-কোন আইনের ব্যাখ্যা

করিতে পারিবেন এবং তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। সভায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সভাপতি তাঁহার বিবেচনায় উপযুক্ত নির্দেশ দিতে পারিবেন।

ঘ. বিশেষ জরুরী অবস্থায় সম্পাদক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সভা আহ্বান না করিলে সভাপতির পরিষদ ও সংসদ সভা আহ্বান করার ক্ষমতা থাকিবে।

ঙ. সমিতির জরুরী কাজের জন্য এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত মঞ্জুর করিতে পারিবেন। কিন্তু পরবর্তী সংসদের সভায় উহার অনুমোদন লইতে হইবে।

চ. সভাপতির পদ শূন্য হইলে সংসদ কর্তৃক মনোনীত কোন সহ-সভাপতি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন।

(২) সম্পাদক

ক. সমিতির যাবতীয় প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করিবেন এবং সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে-কোন দায়িত্ব পালন করিবেন।

খ. সকল সংসদ সভা ও সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন।

গ. বার্ষিক সাধারণ সভার পর তিনি প্রথম কার্যকরী সংসদের সভায় উক্ত বৎসরের বাজেট পেশ করিবেন।

ঘ. তিনি প্রত্যেকটি সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিবেন এবং অনুরূপ পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন। তিনি সংসদের সকল নথিপত্র সংরক্ষণ করিবেন।

ঙ. তিনি বাৎসরিক কার্যবিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং কার্যকরী সংসদের অনুমোদনক্রমে উহা বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

চ. সমিতির খুচরা ব্যয় মিটাইবার জন্য সর্বাধিক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা তাঁহার কাছে রাখিতে পারিবেন।

ছ. কোন কারণে সম্পাদকের পদ শূন্য হইলে যুগ্ম-সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক সংসদের অনুমোদনক্রমে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন।

(৩) কোষাধ্যক্ষ

ক. অর্থ সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব কোষাধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তিনি প্রয়োজনীয় নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

খ. অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দকৃত অথবা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং ঐ উদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন অনুযায়ী সকল প্রকার খরচের অর্থ প্রদানের ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে।

গ. বৎসর শেষে কোষাধ্যক্ষকে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব সংসদের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং পরে তাহা পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৪) যুগ্ম-সম্পাদক

তিনি সম্পাদককে তাঁহার দায়িত্ব পালনে সাহায্য করিবেন এবং সম্পাদক কর্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত সকল কার্য সমাধান করিবেন। সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) সহকারী সম্পাদক

যুগ্ম-সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সম্পাদককে তাঁহার দায়িত্ব পালনে সাহায্য করিবেন এবং সম্পাদক কর্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত কার্যাদি সমাধান করিবেন।

(৬) সংসদ সদস্য

সংসদ সভায় যোগদান করিয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংসদ সদস্য সহায়তা করিবেন এবং সভাপতি ও সম্পাদকের অনুরোধে সংসদকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করিবেন।

(৭) শূন্যপদ পূরণ

সহ-সভাপতি, যুগ্ম-সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের পদ যে-কোন কারণে শূন্য হইলে সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে সংসদ উক্ত পদ পূরণ করিবে।

(৮) কার্যকরী সংসদের সদস্যপদ বাতিল

নিম্নবর্ণিত কারণে সংসদ কর্মকর্তা ও সংসদ সদস্যের সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে :

ক. কোন কারণ না দর্শাইয়া যদি পরপর তিনটি সংসদ সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

খ. কোন কারণে যদি সমিতির সদস্যপদ বাতিল হয় বা স্থগিত রাখা হয়।

অনুচ্ছেদ ৫

নির্বাচন ও ভোট

১. সাধারণ ভোট

কার্যকরী সংসদ কর্তৃক কোন পূর্ব শর্ত আরোপিত না থাকিলে সাধারণতঃ হাত উঠাইয়া ভোট দেওয়া চলিবে। সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি উত্তোলিত হাত গণনা করিয়া ভোট গ্রহণ করিবেন। অন্যূন তিনজন সদস্য আপত্তি না তুলিলে বা পুনঃভোটের জন্য দাবী না করিলে সভাপতির ঘোষণাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

২. সংসদের নির্বাচন

(১) প্রতি দুই বৎসর অন্তর কার্যকরী সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। নির্বাচনী বৎসরের বার্ষিক সাধারণ সভায় বা তৎপূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) নির্বাচন কমিশনার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিল, পরীক্ষা ও প্রত্যাহার এবং ভোট গ্রহণের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। এই বিজ্ঞপ্তি নির্বাচনের অন্ততঃ এক মাস পূর্বে প্রত্যেক সদস্যের নিকট লিখিতভাবে প্রেরণ করিতে হইবে। ডাকের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিল বা প্রত্যাহার করিতে চাহিলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনারের নিকট আসিয়া পৌঁছাইতে হইবে।

(৩) মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যে-কোন সময়ে কোন সদস্য অপর কোন সদস্যকে কোন্ পদের জন্য প্রার্থী তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া নির্বাচন কমিশনারের নিকট মনোনয়নপত্র প্রদান করিতে পারিবেন, যে মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবক হিসাবে তাঁহার স্বাক্ষর থাকিবে এবং সমর্থক হিসাবে অন্য একজন সদস্যের স্বাক্ষর থাকিবে, সেই সঙ্গে যিনি ঐ পদের জন্য মনোনীত হইতে যাইতেছেন, উক্ত মনোনয়নপত্রে তাঁহারও সম্মতিসূচক স্বাক্ষরিত বিবৃতি থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে,

ক. সকল ক্ষেত্রেই সদস্যকে ভোটাধিকারী সদস্য হইতে হইবে।

খ. প্রার্থী হিসেবে বা প্রস্তাবক হিসেবে বা সমর্থক হিসেবে কোন সদস্য সহ-সভাপতি পদের জন্য তিনটির অধিক, সংসদ সদস্যপদের জন্য এগারটির অধিক ও অন্যান্য পদের প্রত্যেকটির জন্য একটির অধিক মনোনয়নপত্র স্বাক্ষর করিতে পারিবেন না।

গ. কোন সদস্য একাধিক পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

ঘ. কোন সদস্য একই পদে উপর্যুপরি দুই কার্যকালের জন্য নির্বাচিত হইলে পরবর্তী তৃতীয় কার্যকালের জন্য তিনি ঐ পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(৪) নির্বাচন কমিশনার তাঁহার দ্বারা নির্ধারিত সময় ও স্থানে মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করিবেন এবং পরীক্ষার পর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করিবেন।

(৫) প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যে-কোন সময়ে কোন প্রার্থী নির্বাচন কমিশনারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত নোটিশ দাখিল করিয়া নিজের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন এবং কোন প্রার্থী অনুরূপভাবে স্বীয় প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিলে তাঁহাকে ঐ নোটিশ খারিজ করিতে দেওয়া হইবে না।

(৬) যদি কোন পদের জন্য অনুচ্ছেদ ৪-এর প্রথম (১ম) ধারায় বর্ণিত প্রয়োজনীয় সংখ্যার অধিক বৈধ প্রার্থী না থাকেন তাহা হইলে নির্বাচন কমিশনার ঐ সকল প্রার্থীকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

(৭) নির্বাচনী সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের গোপন ভোটের এবং যে সকল অনুপস্থিত সদস্য পূর্বাহ্নে ডাক-ভোট ব্যবহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন, ডাক-ভোটের মাধ্যমে তাঁহাদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৮) (ক) যে সকল সদস্যের ডাক-ভোট ব্যবহারের লিখিত আবেদনপত্র নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনারের নিকট আসিয়া পৌঁছিবে, নির্বাচন কমিশনার তাঁহাদের নিকট ডাক-ভোটপত্র প্রেরণ করিবেন। ডাক-ভোটপত্র অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনারের নিকট আসিয়া পৌঁছাইতে হইবে।

(খ) প্রত্যেক ডাক-ভোটপত্রে ভোটারের সদস্য নম্বর উল্লেখসহ স্বাক্ষর থাকিতে হইবে; আবেদনপত্রে প্রদত্ত স্বাক্ষরের সহিত এই স্বাক্ষরের মিল থাকিতে হইবে। নির্বাচন কমিশনার ডাক-ভোটের পরিচয় গোপন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(গ) ডাক-ভোটের আবেদনপত্র বাহক মারফত পাঠানো যাইবে; কিন্তু কোন অবস্থাতেই কোন বাহকের হাতে ডাক-ভোটপত্র দেওয়া হইবে না। ডাক-ভোটপত্র আবেদনপত্রে উল্লেখিত ঠিকানায় (কোন ঠিকানায় উল্লেখ না থাকিলে, সদস্য তালিকায় উল্লেখিত ঠিকানায়) কুরিয়ার/ডাকযোগে পাঠানো হইবে।

(৯) কোন কারণেই কোন সদস্যকে একটির বেশি ভোটপত্র দেওয়া হইবে না। কোন সদস্যকে ডাক-ভোটপত্র প্রেরণ করা হইলে তাঁহাকে ডাক-ভোটপত্রের মাধ্যমেই ভোট প্রদান করিতে হইবে।

(১০) ডাক-ভোটপত্র বাতিল হইবে, যদি

ক. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডাক-ভোটপত্র নির্বাচন কমিশনারের নিকট আসিয়া না পৌছায়, অথবা

খ. ডাক-ভোটপত্রে সদস্য নম্বর উল্লেখসহ স্বাক্ষর না থাকে, অথবা

গ. উহাতে নির্বাচন কমিশনারের দস্তখত না থাকে।

(১১) ভোট বাতিল হইবে, যদি

ক. কোন পদের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোট দেওয়া হয়, অথবা

খ. কোন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হইয়াছে, সে সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা থাকে।

(১২) ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পর নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রার্থীদের বা তাঁহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে যাঁহারা উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সম্মুখে প্রত্যেক প্রার্থীর সপক্ষে ভোটের সংখ্যা গণনা করিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রদত্ত সংখ্যা নির্বাচন কমিশনারকে জ্ঞাপন করিবেন।

(১৩) প্রত্যেক পদের জন্য অনুচ্ছেদ ৪-এর ১ম ধারায় বর্ণিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধিক ভোটপ্রাপ্ত প্রথম প্রার্থীদেরকে নির্বাচন কমিশনার নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

(১৪) একই পদের জন্য দুই বা ততোধিক প্রার্থী যদি সমান সংখ্যক ভোট পান তাহা হইলে নির্বাচন কমিশনার লটারীর মাধ্যমে এই পদে কে জয়ী হইবেন তাহা ঠিক করিবেন।

(১৫) কার্যকরী সংসদের কোন পদের জন্য প্রার্থী না থাকিলে নির্বাচনী সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্য হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে উক্ত পদ পূরণ করা যাইবে।

(১৬) নির্বাচনের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার কার্যকরী সংসদের সহযোগিতায় যাবতীয় পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে নির্বাচন কমিশনারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৭) নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনার কোন পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৩. সংসদ সদস্যের শূন্যপদ পূরণ

পরবর্তী নির্বাচনের কমপক্ষে ছয় মাস পূর্বে যদি সংসদের কোন সদস্যের পদ শূন্য হয় তবে সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত পদ পূরণ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ৬

প্রকাশনা

১. সমিতির পক্ষ হইতে বার্ষিক এক বা একাধিক গণিত বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করা হইবে।

২. প্রত্যেকটি পত্রিকা প্রকাশনার দায়িত্বভার কার্যকরী সংসদ অন্যূন পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদকীয় বোর্ডের উপর ন্যস্ত করিবেন। কার্যকরী সংসদ এই বোর্ডের মধ্য হইতে একজনকে প্রধান সম্পাদক মনোনীত করিবেন।

৩. সদস্য ছাড়াও যে-কোন ব্যক্তির প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইতে পারে।

৪. কেবলমাত্র বাংলা ও ইংরেজি এই দুই ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশনা যোগ্যতা বিচারের জন্য গ্রহণ করা যাইবে।

৫. প্রবন্ধের প্রকাশনার যোগ্যতা বিচার করিবার ভার সম্পাদকীয় বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে। প্রয়োজনবোধে বোর্ড এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৬. আলোচনা সভায় গঠিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও অন্যান্য উচ্চমানের প্রবন্ধ প্রকাশনার জন্য অগ্রাধিকার পাইবে।

৭. বিশেষক্ষেত্রে গণিত বিষয়ক কোনও মূল্যবান তত্ত্ব বা তথ্য সংক্রান্ত কোন কিছুর প্রকাশনার প্রয়োজন হইলে বা প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে কার্যকরী সংসদ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৮. প্রত্যেক সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত যে-কোন পত্রিকা বা পুস্তিকাটির এক কপি সংসদ কর্তৃক স্থিরকৃত মূল্যে খরিদ করিতে পারিবেন। কার্যকরী সংসদ প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা ব্যক্তিকে সৌজন্য সংখ্যা পাঠাইতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ ৭

অর্থ সংক্রান্ত বিষয়

১. সমিতির অর্থ নিম্নোক্তভাবে সংগৃহীত হইবে :

(১) সমিতির সদস্য ফি ও চাঁদা;

(২) বিভিন্ন প্রকারের দান বা মঞ্জুরীকৃত অর্থ;

(৩) প্রকাশনার বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(৪) বিশেষ ব্যবস্থার জন্য কার্যকরী সংসদের নির্দেশক্রমে সদস্যগণের নিকট হইতে বিশেষ চাঁদা আদায়।

২. সমিতি কর্তৃক প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থ সংসদ দ্বারা অনুমোদিত কোন ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

৩. কোষাধ্যক্ষ ও সভাপতি অথবা সম্পাদক যৌথভাবে ব্যাংকের একাউন্ট পরিচালনা করিবেন।

৪. সম্পাদক বা তাঁহার প্রতিনিধি সমিতিকে দেয় সমস্ত অর্থের প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

৫. বাজেট বহির্ভূত কোন খরচের জন্য কার্যকরী সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

অনুচ্ছেদ ৮

অনাস্থা প্রস্তাব, পদত্যাগপত্র, সদস্যপদ বাতিল

১. অনাস্থা প্রস্তাব

সংসদ বা ইহার যে-কোন কর্মকর্তা বা সদস্যের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইয়া অনাস্থা প্রস্তাব আনিতে হইলে কমপক্ষে ২০ (বিশ) জন সদস্যের যুক্তভাবে লিখিত আবেদন এতদুদ্দেশ্যে আহুত সাধারণ সভায় পেশ করিতে হইবে। যদি প্রস্তাবটি ঐ সভায় উপস্থিত সদস্যের সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হয়, তবে সংসদ কর্মকর্তা বা সদস্য স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত হইবেন। সংসদ ক্ষমতাচ্যুত হইলে একই সভা একজন নির্বাচনী কমিশনার নিযুক্ত করিবে যিনি পরবর্তী এক মাসের মধ্যে নূতন কার্যকরী সংসদ গঠনের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২. পদত্যাগপত্র

(১) কেহ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করিতে চাহিলে সম্পাদকের নিকট লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। কার্যকরী সংসদ বিবেচনা করিয়া উক্ত পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিবেন।

(২) কোন সংসদ সদস্য বা সংসদ কর্মকর্তা সংসদপদ ত্যাগ করিতে চাহিলে তিনি লিখিতভাবে তাঁহার কারণ দর্শাইয়া সভাপতির নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করিবেন। সংসদ পরবর্তী সংসদ সভায় পদত্যাগপত্র বিবেচনা করিয়া উহা গ্রহণ করিলে উক্ত পদ শূন্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) কার্যকরী সংসদ একযোগে পদত্যাগ করিলে সংসদের সভাপতি তাহার অনুপস্থিতিতে সম্পাদক সাধারণ সভায় উহা পেশ করিবেন। উক্ত সাধারণ সভা একজন নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করিবে যিনি এক

মাসের মধ্যে নতুন কার্যকরী সংসদ গঠনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩. সদস্যপদ বাতিল

(১) নিম্নে বর্ণিত কারণে সমিতির সদস্যপদ বাতিল করা হইবে :

ক. যদি কোন সদস্য সমিতির আদর্শের পরিপন্থী কোন কাজ করেন।

খ. যদি কোন সদস্য সমিতির সম্পদ নষ্ট করেন বা অর্থ আত্মসাৎ করেন।

গ. যদি কোন সংসদ কর্মকর্তা বা সদস্য কর্তব্য পালনের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(২) উপরে বর্ণিত কারণের জন্য আনীত লিখিত অভিযোগক্রমে সংসদ অভিযুক্ত ব্যক্তির সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং পরবর্তী সাধারণ সভা এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

অনুচ্ছেদ ৯

সংবিধান সংশোধন

১. কোন সদস্য সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিলে বার্ষিক সাধারণ সভার এক মাস পূর্বে অন্ততঃ পাঁচজন সদস্যের সমর্থিত প্রস্তাব লিখিত আকারে সম্পাদকের নিকট পেশ করিবেন। এইরূপ প্রস্তাব কার্যকরী সংসদ বিবেচনা করিয়া মন্তব্য সহকারে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবেন।

২. সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য সভায় উপস্থিত ভোটাধিকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। সংশোধনী প্রস্তাব ঐ সভার বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ১০

বি বি ধ

১. ১৯৭২ সালের ৩রা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে অনুষ্ঠিত গণিতবিদদের সভায় গঠিত এডহক কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ৭ই অক্টোবর ১৯৭২ তারিখের সাধারণ সভায় গৃহীত সংশোধনীসহ এই সংবিধান অনুমোদিত হইল।

২. ৩রা জুলাই ১৯৯২ তারিখে সমিতির প্রতিষ্ঠাকল্পে আয়োজিত সভায় উপস্থিত ৪৪ জন গণিতবিদ এবং অন্য যাঁহারা ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭২ তারিখের মধ্যে

সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩. ৯ই জানুয়ারী ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত সংশোধনী/সংযোজনীসমূহ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল।

০ ০ ০